গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-২ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২২ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	০৫/০৪/২০২২
সভার সময়	বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান	Zoom Application Platform
উপস্থিতি	জনাব মোঃ খায়রুল আলম সেখ, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক, মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, কর্ণেল মো: আবরার হোসেন, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, সেলিনা বানু, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (পাসপোর্ট ভিসা, ইমিগ্রেশন) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মো: আজিজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জনাব আলী রেজা সিদ্দিকী, যুগ্ম সচিব, (পরিকল্পনা অধিশাখা), জনাব আরিফ আহমদ, যুগ্ম সচিব, (পরিকল্পনা-১), জনাব ড.সনজয় চক্রবর্তী, প্রকল্প পরিচালক, কারা প্রশিক্ষণ নির্মাণ প্রকল্প, রাজশাহী, জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ডুবুরি সম্প্রসারণ প্রকল্প, জনাব মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ, উপ-সচিব, (পরিকল্পনা-২), জনাব নুসরাত জাহান, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, জনাব বিশ্বজিৎ বড়ুয়া, তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনাব মোঃ মাহাবুব হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনাব মোঃ ছারোয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট (সংশোধত ১৭টি) প্রকল্প, জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, ডিআইজি প্রিজন্স ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জনাব মোঃ রিজওয়ানুল হুদা, যুগ্ম সচিব, প্রকল্প পরিচালক, ১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, মো: শহীদ আতাহার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ১১টি মর্ডাণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর,জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাদাত হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর, জনাব লেঃ কর্নেল মোঃ রেজাউল করিম, পরিচালক (পঃপ্রঃউঃ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, জনাব লেঃ কর্নেল জিল্লুর রহমান, পরিচালক অপারেশন ও মেইনটেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গুল্লাহ সিংহ (পরিচালক) বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, জনাব মোঃ মাহবুবুর রব, প্রকল্প পরিচালক, পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, জনাব লেঃ কর্নেল শেখ মুহিবুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, (বাস্তবায়নকারী সংস্থা), পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, জনাব সুব্রত কুমার রায়, প্রকল্প পরিচালক, জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জনাব মোঃ ইলিয়াছ হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মজুমদার) প্রকল্প পরিচালক, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, জনাব মোঃ হামিমুর রশিদ, উপ পরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জনাব রামেশ্বর দাস, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সহকারী পরিচালক, গবেষণা ও প্রকাশনা, জনাব আবু নোমান মোঃ জাকির হোসেন, উপপরিচালক (পরিকল্পনা), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর,

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) কে অনুরোধ করেন।

০২। সভায়গত ০৬ মার্চ, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাসের এডিপি সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৩২২.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে, যার পুরোটাই জিওবি খাতে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ৬৯৫.৬৭ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা বরাদ্দের ৫২.৫৯% এবং মোট ব্যয় হয়েছে ২৭৮.৩০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২১.০৪% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৪০.০১%। সভাপতি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং আরএডিপি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। এ পর্যায়ে সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩৫০.০৫ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ২৭৪.০৪ কোটি, টাকা যা বরাদ্দের ৭৮.২৯%। প্রকল্পের অনুকূলে এ সময়কালে ব্যয় হয়েছে মোট ৮৩.২৮ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ২৩.৭৯% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৩০.৩৯%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩১.৯৭ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ৭.৫১ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১.৩৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪.২৪%। কারা অধিদপ্তরের ৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২২২.৯৭ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ১৬৬.৬২ কোটি টাকা যা, বরাদ্দের ৭৪.৭৩%। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ৮৮.৯১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৩৯.৮৮% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৩৯.০৮%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৭১৮.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ২৪৭.৫০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৩৪.৪৭%। প্রকল্প দুটির অনুকূলে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০৪.৭৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১৪.৫৯% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৪২.৩৩%।

০৫। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর প্রকল্প:

৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ০১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক দেশের বাইরে থাকায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে বলেন যে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ কিছুটা পিছিয়ে আছে। রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল এবং চট্টগ্রামের ভৌত নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। লিফট, জেনারেটর, সিসিটিভি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প হতে ২৯ প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছিল ও এগুলো সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব রামেশ্বর দাস বলেন যে, লিফটসহ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের যাবতীয় উপকরণের টেন্ডার আহবান করা হয়েছে ও আশা করা যায় যে, যথাসময়ে এগুলো সংগ্রহ করা যাবে। পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ পূর্বক কিছু কাজ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সাব-স্টেশন নতুনভাবে সংগ্রহের জন্য ডিপিপি পুর্নগঠন করা হয়েছিল। ৩১ মার্চ তারিখে নতুনভাবে উপকরণ সংস্থান বাদ দিয়ে পূর্বানুমতি সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুর্নগঠনের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে কোন ভাবেই এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুর্নগঠিত ডিপিপি ১০ এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নিতে হবে;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে জবাবদিহি করতে হবে;

(ঘ) উপকরণ সংগ্রহের জন্য পিএসআই থাকলে ১৫ এপ্রিল, ২০২২ এর মধ্যে প্রস্তাবনা প্রেরণ করতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
১	মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসি (জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪	গত ০২/১১/২০২১ তারিখের যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তমতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে মর্মে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে সভাকে জানানো হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তি সঙ্গত সময়ে নির্ধারণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
২.	ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৯/১১/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে একনেকে উপস্থাপনের জন্য রয়েছে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন গ্রহণ হবে, বিধায় আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
৩.	মাদকাসক্ত শনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (প্রথম পর্যায়) (জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪)	গঠিত ডিপিপি'র উপর গত ১৭/০২/২০২২ তারিখে যাচাই সভার সিদ্ধান্তমতে অধিদপ্তর ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। তবে পুর্নগঠিত ডিপি এ বিভাগে প্রেরন করা হয়েছে মর্মে জানানো হেয়। প্রকল্পটির নাম ড্রাগ এডিকশন টেস্ট বা ড্রাগ এবিউজ টেস্ট বা যুক্তিসংগত নাম করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৪.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	গত ০৮/০৭/২০২১ তারিখে প্রকল্পটির পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জমির ডিজিটাল সার্ভে ও ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ২৩/০১/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত সময়ে করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
৫.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২০ থেকে ০১/০৬/২০২৩)	৭টি জেলার নিজস্ব জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। নকশা অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হয়েছে। সাইট প্লান অনুযায়ী সয়েল টেস্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি ডিএনসিতে প্রেরণ করা হবে মর্মে জানানো হলেও সেটি প্রেরণ করা হয়নি। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত সময়ে করতে হবে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা এবং চলতি অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৬৮৮.০০ কোটি টাকা। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, এ অর্থবছরে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ বুকলেট আমদানীর লক্ষ্যে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরাসরি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য 'সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে' প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নমালা (Questionnaire) প্রণয়ন করে মতামত সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং এপ্রিল ২০২২-এর মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করা যাবে। তিনি আরো বলেন যে, ডিপিপি সংশোধনের জন্য তারা কাজ করছে, দ্রুত এটি শেষ করতে পারবে। তিনি আরো বলেন যে, Veridos GmbH কোম্পানির প্রায় ৫০ জন দক্ষ জনবল কাজ করছেন এবং তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তাই তাদের replace করে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে সভাপতি সভাকে জানান যে, প্রকল্পে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের 'জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভায়' অনুমোদন নিতে হবে এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ও ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, স্টক টেকিং এর সমস্যাসমূহ দুর করার জন্য Veridos কোম্পানিকে সময় বেধে দেওয়া হলেও তা সম্পন্ন করতে একটু বিলম্ব হচ্ছে। সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পাসপোর্ট ব্যাকএন্ডে আটকে থাকলে সেবা প্রার্থীদের নিকট SMS প্রেরণের জন্য এবং দেশের বাইরের সেবা প্রার্থীদেরকেও SMS প্রেরণের জন্য পুনর্গঠিত ডিপিপিতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হবে। ই-গেট

বাস্তবায়নের আগামী সপ্তাহের মধ্যে Veridos GmbH কোম্পানি এবং এসবি এর সাথে কর্মপরিকল্পনা করে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

সিদ্ধান্ত:

(ক) চাহিদা অনুযায়ী ই-পাসপোর্ট সরবরাহ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ রেডি ই-পাসপোর্ট বুকলেট সংগ্রহ সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এপ্রিল ২০২২-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) অধিদপ্তর হতে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) ই-পাসপোর্টের মালামাল সংক্রান্ত স্টক টেকিং এর সমস্যাবলি মে ২০২২ এর নিষ্পত্তি করতে হবে।

(ঙ) পাসপোর্ট ব্যাকএন্ডে আটকে থাকলে সেবাপ্রার্থীদের SMS প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(চ) হযরত শাহজালাল আন্তজাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ১২ মে, ২০২২- এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ১২৮৩৯.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনের পূর্বেই টেন্ডার এর প্রাথমিক কার্যক্রম করা হয়েছিল এবং ডিপিপি সংশোধনের সরকারি আদেশ পাওয়ার পর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা পাওয়া গিয়েছে এবং ঠিকাদারকে দ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে রোডম্যাপ অনুযায়ী অন্যান্ন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহের নির্মাণ কাজ কিছুটা পিছিয়ে আছে। আগামী জুলাই এর মধ্যে ০৯ (নয়) টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নির্মাণ কাজ শেষ হবে। তিনি আরো জানান যে, পিরোজপুর আঞ্চলিক অফিস নির্মাণ কাজ চুক্তি অনুযায়ী অনেকটা পিছিয়ে আছে। এ বিষয়ে গণপুর্তের প্রতিনিধি বলেন যে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে উক্ত অফিসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। সভাপতি পরিকল্পনা অনুবিভাগকে চুক্তি অনুযায়ী কাজের অগ্রগতির নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের আর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না, সুতরাং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সমুদয় কাজ যথাযথভাবে শেষ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২২ এর মধ্যে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার রোডম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে।

(খ) প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি আঞ্চলিক অফিসের নির্মাণ কার্যক্রম রোডম্যাপ অনুযায়ী

পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।

(গ) চুক্তি অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মান কাজ মান সম্মত ভাবে শেষ না হলে এর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	অগ্রগ্রতি
১.	Implementation of e-Visa Bangladesh (০১.০৭.২০২১ থেকে ৩০.০৬.২০২৬)(উচ্চ অগ্রাধিকার)	ই-ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য G2G ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির সভা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২.	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের এরজন্য আধুনিক প্রশিক্ষন নির্মাণ (০১.১২.২০২১ থেকে ৩০.০৬.২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	এ প্রকল্পের জন্য , ঢাকার কেরানিগঞ্জে একটি ভালো জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রীঘই ডিপিপির যাচাই কমিটির সভা আহবান করা হবে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রকল্পসমুহঃ

দেশের গুরুত্বপুর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, এ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের অধীনে ০৭টি স্টেশন চালু হয়েছে এবং ১৬টি স্টেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের জন্য প্রস্তাবিত। এ সকল স্টেশনের মধ্যে তিনি নিজে ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ সহ কিছু স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। উদ্বোধনের জন্য নির্ধারিত স্টেশনের মধ্যে ০২টি স্টেশনের রঙসহ সামান্য কাজ বাকি আছে যা চলতি সপ্তাহে শেষ হবে। এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) বলেন যে, কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অধীনে সকল স্টেশনের নির্মাণকাজ মার্চ ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, পটুয়াখালী (সদর), নাটোর (নলডাঙ্গা), মাদারীপুর (টেকেরহাট), গোপালগঞ্জ (সদর) এবং সাতক্ষীরা (তালা) স্টেশনের নির্মাণ কাজ অনেক পিছিয়ে আছে। এ পর্যায়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে, এ সমস্ত স্টেশনগুলোর এপ্রিল/মে মাসের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করা যাবে। জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক, বলেন যে, বাদ পড়া ০৩টি স্টেশনের মধ্যে ০২টির জমি বুঝে নেওয়া হয়েছে, বাকি ০১টির টাকা দেওয়া হয়েছে। বকিগুলোর জমি এখনও বুঝে নেওয়া হয়নি। সভাপতি কাজের

দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত ও মানসম্মতভাবে কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক)মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের ০৪টি করে পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) উদ্বোধনের জন্য নির্ধারিত ১৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে ও মানসম্মত নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে;

(গ)সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালক যাচাই করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(ঘ) জমি অধিগ্রহণের সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে;

(ঙ) প্রকল্পের কোন কাজ/অংগ অসমাপ্ত থাকলে এর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনা

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, এ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক দেশের বাইরে থাকায় অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব জিল্লুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্বরত) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পের অধীনে ১৪৩টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের মধ্যে ১৩০টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ও ১৩টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলছে। ১০১টি স্টেশন চালু হয়েছে, ২৩টি স্টেশন চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকল্পের অধীনে ২৪টি স্টেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে ও এগুলোর যাবতীয় কর্মকান্ড সমাপ্ত হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পের অধীনে বাগেরহাট (চিতলমারী), সিলেট (বিশ্বনাথ), এবং নেত্রকোনা (খালিয়াঝুড়ি) এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ অনেকটা পিছিয়ে আছে। এক প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, হাতিয়া ফায়ার স্টেশনের মেরামত বিষয়ে নোয়াখালীর গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীকে পত্র দেওয়া হয়েছে। বর্তমান বাস্তব অবস্থা জানানোর জন্য বলা হলে তিনি পত্রের কথা উল্লেখ করলে সভাপতি এ বিষয়ে জেনে পরবর্তী সভায় উপস্থানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল নির্মান কাজ শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) উদ্বোধনের জন্য উল্লিখিত সকল স্টেশনের নির্মাণ কাজ/ত্রুটি বিচ্যুতি নিরসন করতে হবে এবং কোন সমস্যা থাকলেও তা দূরীভূত করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের ০৪টি করে পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) হাতিয়া, নোয়াখালী ফায়ার স্টেশনের ত্রুটি নিরসন এবং সিলেট ফায়ার স্টেশনের রাস্তার বিষয়ে পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে;

(ঘ) বাদ পড়া স্টেশনসমূহের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াগুলো ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে ও পরবর্তী সভায় অগ্রগতি অবহিত করতে হবে;

(ঙ) কক্সবাজার সহ অন্যান্য স্থানে অধিগ্রহণরত/বরাদ্দকৃত সকল স্থানে দখল নিশ্চিত করার স্বার্থে বাউন্ডারি দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে ও পরবর্তী সভায় অধিদপ্তর হতে অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের ০৯টি সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল উপকরণ সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, প্রকল্পে ৩০ জন ডুবুরীকে ০২ ভাগে বিভক্ত করে ইউকে'তে প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করা হবে এবং মে মাসের মধ্যে এগূলো শুরু করা হবে। সভাপতি প্রকল্পটি যথাসময়ে শেষ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের আওতায় সকল উপকরণ পিপিআর অনুযায়ী এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে এবং অধিদপ্তর হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক মার্চ ১৫ তারিখের মধ্যে এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) ডুবুরীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত/প্রস্তাব ১০ এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের সকল পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) প্রকল্পের উপকরণ যথাসময়ে সংগ্রহ না করার জন্য জটিলতা হলে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে বলেন যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ০২টি স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ৭টি স্টেশনের কাজ জুন/২০২১ এর মধ্যে শেষ হবে। রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনা নির্মাণের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে এবং কালুরঘাট, চট্টগ্রামে মডার্ণ ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য চলতি সপ্তাহে টেন্ডার আহবান করা হবে ।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী অগ্রগতি যাচাই করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) এই প্রকল্পের আওতায় ০৩টি স্টেশন নির্মাণের জন্য এপিএতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক এই লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন;

(গ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের স্থানসমূহ পরিদর্শন করবেন ও মানসম্মতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত করবেন এবং প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করবেন;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে অর্থবছরে প্রকল্পের সকল পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

Strengthening Ability of Fire Emergency Response

(SAFER) Project প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে বলেন যে, এ বিভাগের কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ভৌত অবকাঠামো কাজ শেষ হয়েছে। মে/জুন ২০২২ এর মধ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ শুরু হবে এবং কোরিয়া হতে উপকরণ দ্রুত শিপমেন্ট করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের ০৪টি পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
১	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪)	গত ১৫/১১/২০২১ তারিখের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিপি গত ১১/০১/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেকের জন্য অপেক্ষমাণ। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
২.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৫)	গত ২০/১২/২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত ডিপিপি'র উপর যাচাই কমিটির সভা হয়। অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন এর কাজ চলমান রয়েছে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত ভাবে নির্ধারন করতে হবে।
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকতা কর্মচারীদের জন্য ৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৪) ।	গত ২১/১২/২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ডিপিপি'র উপর যাচাই কমিটির সভা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন এর কাজ চলমান রয়েছে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত ভাবে নির্ধারন করতে হবে।

৪	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ০৬/০২/২০২২ তারিখে কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি যাচাই কমিটির সভার পর পুর্নগঠনের কাজ চলছে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত ভাবে নির্ধারন করতে হবে। প্রকল্পের নাম পুনর্গঠন করতে হবে।

কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহঃ

খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, আরডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় যে সকল টেন্ডার করে রাখা হয়েছিল তার কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের ১(এক)টা অঙ্গের টেন্ডার করা যায়নি এবং এর জন্য পিএসসি সভা করা দরকার। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, এ প্রকল্পের জন্য নতুন করে কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। প্রকল্পের আরডিপি-তে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পে বর্তমান অর্থবছরে যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে ১৫ এপ্রিল, ২০২২ এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠাতে হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে চাহিদা চূড়ান্ত করে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। সভাপতি অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়ন করে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) নতুন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(খ) প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রস্তাবত ১০ এপ্রিল, ২০২২ মধ্যে এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে ৭৩.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ

করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, গত ০৯/০৩/২০২২ খ্রি: তারিখে পিইসি সভা হয়েছে। পিইসি সভার নির্দেশনার আলোকে গণপূর্ত বিভাগ আরডিপিপি পুনগর্ঠনের কাজ করছে এবং আগামী ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে তা সম্পন্ন করা যাবে। তিনি আরো জানান, অর্থবিভাগ হতে যানবাহন খাতে প্রাপ্ত অর্থে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত যানবাহন ক্রয় প্যাকেজকে বিভাজন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, অর্থবিভাগের অনুমোদন ক্রমেই গাড়ী ক্রয়ের টেন্ডার করা যাবে, এ লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রকল্পের টেন্ডারের প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে রাখতে হবে, তবে আরডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে work order দেওয়া যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, যে কোন প্রকল্পের নক্সা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থাপত্য অধিদপ্তরের নাম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু সেটি অনুসরণ করা হচ্ছে না। আবার, অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী (যেমন টাইলসের মাপ, রঙ ইত্যাদি) বিবেচনায় নিয়ে দরপত্র আহবান করা উচিত। সভাপতি স্থাপত্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমের বিষয়সমূহ ডিপিপিতে প্রতিফলন এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনুমোদিত নকশা অনুসরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আরডিপিপিতে প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২২ এ সমাপ্তির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের সমুদয় কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, পিইসি সভায় মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সুপারিশ করা হয়েছে। তবে, প্রকল্প কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য মেয়াদ জুন ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, একান্ত অপরিহার্য হলে পুনর্গঠিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের সময় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৩ এর যৌক্তিকতা উল্লেখ করে প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে। সভায় এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৩ অনুযায়ী আরডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আরডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পটির বিভিন্ন কম্পোনেন্টের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করে রাখতে হবে; তবে আরডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে কার্যাদেশ দেওয়া যাবে না;

(খ) জুন, ২০২৩ মেয়াদ রেখে আরডিপিপি পুনর্গঠন করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের উদ্যোগ নিতে হবে ;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) প্রকল্পের অধীনে যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

(ঙ) সকল প্রকল্পেরর নক্সা প্রস্তুতকারী সংস্থা হিসেবে ডিপিপিতে স্থাপত্য অধিদপ্তরের নাম রাখতে হবে এবং দরপত্র আহবানের সময় অনুমোদিত নক্সার ডিজাইন বিবেচনায় নিতে হবে।

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে

জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত। মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রায় সকল পূর্ত ও নির্মাণ কাজ শেষের দিকে। সংশোধিত ডিপিপির উপর ১২/০১/২০২২খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে গনপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে আরডিপিপি পুনগর্ঠন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে আরডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকল্প সমাপ্ত হবে না বিবেচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ এক বছর অর্থাৎ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, জ্যামার ক্রয়ের নিমিত্ত টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং আগামী ২০/০৪/২০২২ খ্রি: তারিখে দরপত্র খোলা হবে। তিনি আরো জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জ্যামার ক্রয় সম্পন্ন করা হবে। আইজি প্রিজন বলেন, প্রকল্পটির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আরো ০৬ (ছয়) মাস সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হতে পারে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) বলেন, বর্তমান অর্থবছরে যে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হবে তার তালিকা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। আরএডিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং এ পর্যায়ে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ নেই। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের সকল উপকরণের স্টক রেজিষ্টার এবং সেগুলোর বর্তমান অবস্থার একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে অতি দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) যথাসময়ে মোবাইল জ্যামারের উপকরণ সংগ্রহ করে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে, যথা সময়ে উপকরণ সংগ্রহ করা না গেলে এর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের আওতায় তিনটি জোন অর্থাৎ এ, বি ও সি জোনের মধ্যে জোন বি এর কাজ চলছে। প্রত্নতত্ত অধিদপ্তর জোন বি-এর ভেটিং করেছেন, খুব শীঘ্রই জোন এ-এর ভেটিং পাওয়া যাবে। এছাড়া, আরডিপিপি প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভাপতির সভাপতিত্বে একটি কারিগরি কমিটির সভা করা প্রয়োজন মর্মে একটি উল্লেখ করেন। এ পর্যায়ে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা সেনাবাহিনীর প্রকল্প পরিচালক বলেন, জোন-বি এর পাইলিং কাজ চলছে এবং আগামী ২০-২২ এপ্রিলে চুড়ান্ত মেট ঢালাই সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান রয়েছে এবং তা নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, প্রকল্পটি এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ন একটি প্রকল্প এবং অন্য সকল প্রকল্প থেকে ভিন্নতর। প্রকল্পের সংরক্ষণ অংশে কাজ করার সময় সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, এক্ষেত্রে কোনরূপ ভুল হলে সেটি সংশোধন করা কঠিন হবে। যে অংশের কাজ করা হবে সে অংশ সংরক্ষণ আকারে রাখতে হবে। পাগলা গারদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও সংস্কারের বিষয়ে তিনি প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম এপ্রিল, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্প কার্যক্রম রোডম্যাপ অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) প্রকল্পের সংরক্ষণ অংশের কার্যক্রমে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোন প্রকার ভুল করা না হয়। সংরক্ষণমূলক কাজের ক্ষেত্রে এক অংশের কাজ শেষ হলে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে অন্য অংশের কাজ শুরু করতে হবে।

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ হবে;

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অস্থায়ী স্থাপনা করে কারাবন্দিদের স্থানান্তর করে বাকী কাজ করা হবে

বিধায় প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সময় করা বৃদ্ধি প্রয়োজন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মূলধনে আরো টাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, জেল সুপারের সাথে সমন্বয় করে গেইট নির্মাণ করে স্থাপনা সরানোর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী পেরিমিটার বাউন্ডারীর কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য ঠিকাদারকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কারাগারের সীমানায় বিদ্যমান রাস্তার বিষয়টি সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন না করলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রতিটি অংগের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় এটি উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন না করলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(ঙ) জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনাপূর্বক কারাগারের সীমানায় বিদ্যমান রাস্তার এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে সমাধান করতে হবে ও পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(চ) বাস্তবসম্মতভাবে সময় নির্ধারণ করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, অধিগ্রহণকৃত জমি পরিমাপ করে পুনরায় তা জেলা প্রশাসন কর্তৃক বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের Lay Out সংক্রান্ত আর কোন সমস্যা নেই।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) পূর্ত কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করে ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা করতে হবে এবং এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

জামালপুর জেলা কারাগার পুন: নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ০৭টি প্যাকেজে পূর্ত কাজ চলছে। পূর্ত কাজের ২টি প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-২ এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্যাকেজ-১ এর মূল্যায়নের জন্য বর্তমানে প্রস্তাব গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে রয়েছে এবং প্যাকেজ-৩ থেকে ৭ পর্যন্ত প্যাকেজের টেকনিক্যাল অনুমোদনের জন্য গণপূর্ত সার্কেল অফিসে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে । প্রকল্পে সংস্থানকৃত যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে কারিগরি বিনির্দেশ প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে। সভাপতি সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম অনুমোদিত সময়কালের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) দ্রুততার সঙ্গে প্যাকেজগুলোর টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে;

(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;

(গ) পূর্ত কাজের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

কারা অধিদপ্তর-এর নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অগ্রগতি
১.	রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	প্রকল্পটির মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। দ্রুততার সঙ্গে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত ভাবে নির্ধারন করতে হবে।

২.	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে। মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত হলে সে মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বেএ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত ভাবে নির্ধারন করতে হবে।
৩.	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। দ্রুততার সঙ্গে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত ভাবে নির্ধারন করতে হবে।
৪.	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৩) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে সংশোধিত মাস্টারপ্ল্যান পিইসি সভা ও মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণের আলোকে গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত ভাবে নির্ধারন করতে হবে।
৫.	এ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প। (০১/০৩/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২২) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	কারা অধিদপ্তর হতে পুর্নগঠিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে কতিপয় পর্যবেক্ষণ ডিপিপিতে প্রতিফলন করার জন্য কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত ভাবে নির্ধারন করতে হবে।
৬.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৩) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	০৮/০৮/২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের যাচাই বাছাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারা অধিদপ্তরের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) করা হচ্ছে। নতুন প্রকলের ক্ষেত্রে যে কোন জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে পিইসি সভার পুর্বে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিতে হবে, বিধায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণের পুর্বে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ যুক্তিসংগত ভাবে নির্ধারন করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০৭.২১.৯৯

তারিখ: ২৭ চৈত্র ১৪২৮
১০ এপ্রিল ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ
২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮) সচিব, সচিবের দপ্তর , পরিকল্পনা বিভাগ
৯) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১০) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
১১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১২) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৩) অতিরিক্ত সচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৪) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৫) অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৬) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
১৭) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
১৮) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২০) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
২১) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর
২২) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২৩) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
২৪) যুগ্মসচিব, পরি-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৬) সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২৭) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব